দূনীর্তি ও ঘুষের বিরুদ্ধের নীতিমালা
Anti-Corruption & Anti-Bribery Policy

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক	ঃ	এ.জি.এম. কমপ্লায়েন্স এবং ই.এম.এস.
বাস্তবায়কারী	ঃ	সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রণয়নের তারিখ	ঃ	০১/০১/২০১১ ইং
সর্বশেষ সংশোধনী	ঃ	০১/০১/২০১৯ ইং
পূনরায়- সংশোধন/ বিবেচনা	ঃ	সময়, অবস্থা, স্থানীয় আইনের পরির্বতন/ সংযোজন/ বিয়োজন, আর্ন্তজাতিক আইনের পরির্বতন/ সংযোজন/ বিয়োজন, ক্রেতার চাহিদা এবং অডিট রির্পোটের ভিত্তিতে।
অনুমোদনক্রমে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)	ঃ	Fountain Garments Manufacturing Ltd. Savar

ভূমিকাঃ

বিশ্ব পরিবর্তনশীল, বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার সাথে পরিবর্তিত মানুষের চিন্তাধারা। বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এদেশে জাতীয় রপ্তানী আয়ের ৭৬% আসে তৈরী পোশাক শিল্প থেকে। তাই এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের উগ্রবাদী জঙ্গী তৎপরতা, ঘুষ, দূর্নীতি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রায (৮০০০) আট হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী এর মধ্যে প্রায় (৫০০০) পাচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী বি, জি, এম, ই, এর সদস্য প্রাপ্ত। বাকি সব কোন রকম সাব কন্ট্রাক্ট করে কোন রকম টিকে আছে। এখন কথা হচ্ছে (৫০০০) পাঁচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী বি. জি. এম. ই. এর মধ্যে (২০০০) দুই হাজার গার্মেন্টস কমপ্লায়েন্স এর আওতাভুক্ত আছে কিনা সন্দেহ। তাও এই দুই হাজার গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান গ্রুপ অব কোম্পানীগুলি। একথা অনস্বীকার্য যে একটা সময় ছিল আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে টিকে ছিল শুধুমাত্র কোয়ালিটির কারনে। তখন বলা হত Quality will get the highest priority. অর্থাৎ যেখানে Quality ok সেখানে Orderএর অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান দেশের প্রচলিত শ্রম আইন এবং আর্ন্তজাতিক মানবাধীকার আইন সর্বোপরি বিভিন Buyers code of conduct উপেক্ষা করে কোন ক্রমেই Order পাওয়া সম্ভব নয়। আর এলক্ষকে সামনে রেখে কারখানা উগ্রবাদি জঙ্গী তৎপরতা, নাশকাতামূলক কার্যক্রম, ঘুষ, দূণীতি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রহিতরোধ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহন করেছে।

পদ্ধতিসমুহ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১. কারখানা উগ্রবাদি জঙ্গী তৎপরতা, নাশকতামূলক কার্যক্রম, ঘুষ, দূনীর্তি ও দাঙ্গা হাঙ্গামার সাথে জড়িত কোন শ্রমিক কর্মচারী নিযোগ দেয়া সম্পূণ নিষেধ।

২. যে কোন জঙ্গী তৎপরতা নাশকতামূলক কার্যক্রম ঘুষ দূনীর্তি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্দের জন্য কর্মীর পূর্বের সকল রেকর্ড পুঙ্খানু পুঙ্খানু যাচাই করে কর্মী নিয়োগ করা হয়।

৩. নিয়োগের পূর্বে নিয়োগ কর্মকর্তা শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি প্রদান করে কাহারও সহিত কোন ধরনের অবৈধ ঘুষ বা দূনীর্তি চুক্তি করতে পারবেনা।

৪. বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রধান প্রধান স্থানে নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা সিকিউরিটি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কোন শ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তা যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে ঘুষ, দূনীর্তি এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৫. নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত সকলকে নিরাপত্তা বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান করা হয় এবং রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা্ হয়।

৬. কোম্পানির ভিতরে জঙ্গী মদদপুষ্ট কোন লোক, সন্ত্রাসী এবং উগ্রবাদী জঙ্গী যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স বিভাগে কর্মরত সকলকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৭. যে কোন ধরনের দূনীর্তি ঘুষ রাহাজানি সন্ত্রাসি কার্যকলাপ এবং বাইরের যে কোন ক্ষমতার অপপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থানার এবং র‍্যাব-৪ এর ফোন নাম্বার দেয়া হয়েছে যাতে দ্রুত সময়ে যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যায়।

৮. শ্রমিকের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে শ্রমিকের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা সহ জীবন বৃত্তান্ত ভালভাবে জেনে শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয়।

৯. প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান অথবা যারা কোম্পানীতে দীর্ঘ দিন যাবত কর্মরত আছেন তারা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জঙ্গীবাদের সাথে সর্ম্পক্ত কিনা যাচাই করে।

১০. নতুন শ্রমিক নিয়োগেহর ক্ষেত্রে পূর্বে কর্মরত পরিচিত কমপক্ষে একজন ব্যক্তির সুপারিশ প্রয়োজন হয়।

১১. পূর্বে কোন কোম্পানীতে কর্মরত থাকলে তার বিস্তারিত তথ্য যাচাই করা হয এবং কোন অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকলে তাকে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া হয় ।

১২. জরুরী অবস্থা বা জরুরী পরিস্থিতে কাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রযোজন এ সকল তথ্য যাচাই কওে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

১৩. ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভা কর্তৃক প্রত্যাযিত নাগরিক সনদ ছাড়া কোন শ্রমিক নিয়োগ দেয়া নিষিদ্ধ।

১৪. উপরোক্ত তথ্য অমান্য করে কোন শ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তা যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আড়ালে যদি কোন অসৎ কর্মের সাথে জড়িত থাকে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।